বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) থেকে এনজিও অর্থায়নের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও উদ্ভাবনের দৃষ্টান্ত স্থাপনের সুযোগ নষ্ট হতে চলেছে

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এনজিওদের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা,জন-অংশগ্রহন ও জন-অবহিতকরণ চাই

১. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এবং ক্রমপুঞ্জীভূত অর্থের পরিমাণ

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে পৃথিবীর যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উন্নয়ন, মানুষের জীবন-জীবিকা, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতা এবং দারিদ্র্য বিমোচন তথা সার্বিক নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব এখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম জাতীয় অভিযোজন া পরিকল্পনা (ঘঅচঅ) প্রণয়ন করা হলেও সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সে সময় কোন বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়নি। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে নতুন করে জলবায়ু পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি এর কর্মসূচিসমুহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে উক্ত তহবিলে জাতীয় বাজেট থেকে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রতি বছরই সরকার তার বাৎসরিক জাতীয় বাজেট থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে এই বরাদ্দ অব্যাহত রেখেছেন। সর্বশেষ চলতি অর্থবছরেও ৪০০ কোটি টাকার বরাদ্দ সহ জাতীয় বাজেট থেকে এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫০০ কোটি টাকা।

২. ট্রাস্ট তহবিল থেকে যে সকল প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে

ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা অনুসারে সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মোট তহবিলের সর্বোচ্চ ৬৬% অর্থ সরকারি-বেসরকারি (এনজিওসমূহ) খাত থেকে দাখিলকৃত প্রকল্পসমুহের বিপরীতে বরাদ্দ দেওয়া যাবে। এ পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, তহবিল থেকে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দাখিলকৃত প্রকল্পেই অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। সে হিসাবে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দাখিলকৃত ৮২টি প্রকল্পের অধীনে মোট ১০২০.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে বিগত বছরে সরকারি খাতের প্রকল্পের পাশাপশি প্রায় ৫৩টি এনজিওকে বাছাই করা হয়েছিল জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসকল এনজিওসমূহের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং সু-শাসন নিয়ে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে প্রশ্ন উঠায় সরকার সে সময়ে অর্থ বরাদ্দ থেকে বিরত থাকে।

৩. কোন প্রকার নীতিমালা প্রণয়ন ছাড়াই এনজিওদের প্রকল্পসমুহে আবার অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার চেষ্টা

এনজিওদের দাখিলকৃত প্রকল্পে কিভাবে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে তার কোন সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি (পৎরঃবৎরধ) সরকারের ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালায় নাই। যে কারণে অনেক সুযোগ-সন্ধানী এনজিও ২০১১ সালে জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নামে অফিস খুলে বসে এবং ট্রাস্ট ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেয় এবং কোন নিয়ম-কানুন ও আইনের তোয়াক্কা না করে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার চেষ্টা করে। নাগরিক সমাজের বিরোধিতার কারণে সে সময় অর্থ বরাদ্দ স্থগিত করা হলেও সরকার কোন প্রকার নীতিমালা এখন পর্যন্ত তৈরি না করে আবার সে সব এনজিওদেরকেই অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে।

অথচ শুরু থেকেই বিভিন্নভাবে নাগরিক সমাজের তরফ থেকে এটা দাবি করা হয়েছিল যে, ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এনজিওদেরকে প্রকল্প ও অর্থ বরাদ্দের প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে "টপ-ডাউন" এবং জনগণের অংশগ্রহণবিহীন। নাগরিক সমাজের তরফ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, এক্ষেত্রে "বটম-আপ" প্রক্রিয়ার অবতারণা করতে হবে যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ এবং উদ্ভাবনের অবকাশ থাকবে। যেমন;

প্রথমতঃ অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে এনজিও সমূহ নির্বাচনের নির্ধারিত মাপকাঠি অনুসারে এনজিওসমূহ নির্বাচন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ তাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যত প্রভাবের উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

তৃতীয়তঃ এনজিওসমূহকে সময় দিয়ে তৃণমুল পর্যায়ের প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়নের সুযোগ দিতে হবে। এবং

চতুর্থতঃ যে সকল প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নতুন ও কার্যকর স্থানীয় কৌশল উদ্ভাবন করতে পারবে এবং বাস্তবসম্মত ভবিষ্যত সম্ভাবনা প্রদর্শন করতে পারবে সেগুলোকে বাছাই করে জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রকল্প দেওয়া হতে পারে।

কিন্তু বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে "টপ-ডাউন" প্রক্রিয়ায় এনজিওদের থেকে প্রকল্প আহ্বান করা হয়েছে। যার ফলে প্রস্তাবিত এই প্রকল্পগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

মোকাবেলার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার সম্ভবাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত ৩০.১১.২০১১ তারিখে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট থেকে জারিকৃত সার্কুলার থেকে জানা যায় সরকার এনজিও নির্বাচনের জন্য একটি রিভিউ কমিটি গঠন করেছে এবং এই রিভিউ কমিটির মাধ্যমে আগের স্থগিত হয়ে যাওয়া ৫৩টি এনজিওকেই অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।এ বিষয়ে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি

৪. এই মুহূর্তে নাগরিক সমাজের দাবিসমূহ

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সব নিম্নোক্ত সংগঠনসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এনজিওদেরকে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ পেশ করছে;

ক. সরকারের পক্ষ থেকে এনজিও নির্বাচন সংক্রান্ত একটি কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে উপরে বর্ণিত "বটম-আপ" প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে সাংগঠনিক কাঠামো, প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানব সম্পদ, আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত পরিষ্কার দিকনির্দেশনা থাকবে।

খ. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে প্রকল্প অর্থায়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো

- অনুমোদিত ঘএঙ প্রকল্প সমূহের এর নাম
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা
- কোন থিমেটিক এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত
- প্রকল্পে প্রাক্কলিত ব্যায় (প্রশাসনিক এবং কর্মসুচি)
- প্রকল্পের সময়সীমা, সরাসরি উপকারভোগী এবং প্রত্যাশিত ফলাফল
- প্রকল্প এলাকা সংক্রান্ত সকল তথ্য

পাবলিক ডোমেইন (ওয়েব-সাইট) এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ. এনজিওসহ সরকারি দপ্তরসমূহ যারা ট্রাস্ট ফান্ড থেকে টাকা পেয়েছেন তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে:

- প্রকল্পসমূহে দুর্নীতির ঝুঁকি নিরূপন (ঈড়ৎৎঁঃরড়হ জরংশ অংংবংংসবহঃ)
- তথ্য অবহিতকরণ নীতিমালা (ওহভড়ৎসধঃরড়হ উরংপষড়ঁংব ঢ়ড়ষরপু)
- অভিযোগ প্রত্যুত্তর নীতিমালা (ঈড়সঢ়ষধরহঃ জবংঢ়ড়হংব গবপযধহরংস)
- সর্বস্তর ভিত্তিক অংশগ্রহণ ব্যবস্থা (চধৎঃরপরঢ়ধঃরড়হ ঝুংঃবস ধঃ অষষ খবাবষং)

আমরা মনে করি যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো আপাত ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে বরাদ্দকৃত সরকারি ওবেসরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ও জন-অংশগ্রহণের ব্যবস্থা তৈরি করবে।

গ. সকল জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় আলাদা ফাউন্ডেশন চাই

আমরা পূর্বের মতো আবারও দাবি করছি যে, Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) Ges Bangladesh Climate Change Resilient Fund (BCCRF) দুটোই ভেঙ্গে দিয়ে সরকারের উদ্যোগে কিন্তু স্বায়ত্বশাসিত এবং গণতান্ত্রিক মালিকানা সম্পন্ন (যেখানে সরকারি, বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ, স্থানীয় সরকার এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধি থাকবে) বোর্ড গঠন করা হবে। বাংলাদেশে দেখা গেছে এ ধরনের আলাদা ফাউন্ডেশন ভালোভাবে কাজ করছে। ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ এই ধরনের একটি উদাহরণ। আমরা সকল জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ ধরনের আলাদা ফাউন্ডেশন চাই।

সংগঠনসমূহ

বাপা, সিএসআরএল, সিসিডিএফ, ইক্যুইটিবিডি, ক্লাইমেট ফাইনান্স গর্ভানেন্স নেটওয়ার্ক (সিএফজিএন), নেটওয়ার্ক ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ বাংলাদেশ (এনসিসিবি), বাংলাদেশ ইন্ডেজিনিয়াস পিপল নেট ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড বায়োডাইভারসিটি (বিপনেটসিসিবিডি), অনলাইন নলেজ সোসাইটি, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, অর্পন, কৃষাণী সভা, ডিসিআই, ভয়েস, প্রদীপ, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, মানুষ মানুষের জন্য, ইউনাইটেড পিপলস ট্রাস্ট

সচিবালয়:
ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩/৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ০২ ৮১২৫১৮১/৮১৫৪৬৭৩,
ই-মেইল: info@equitybd.org, ওয়েব: www.equitybd.org

যোগাযোগ:
মোস্তফা কামাল আকন্দ, *মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.org*
সৈয়দ আমিনুল হক, মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮১৫, *ইমেইল: aminul@coastbd.org*